গ্রুপ থিয়েটারের সার্বিক সঙ্কট

বরুণ দাস

থেকে মুক্তির পথ কোথায়

নিরানব্বুইয়ের শেষে একাডেমি রবীন্দ্রসদন শিশির কিংবা গিরিশ মঞ্চের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষের রিলাক্স চেয়ারে হেল ান দিয়েআজকের গণমুখি সমাজ সচেতন থিয়েটারের সাম্প্রতিক প্রযোজনাগুলো দেখে একজন সচেতন দর্শক নিশ্চয় ভ াবতে পারে, সাতষট্টি থেকে মধ্য সত্তরের বাংলার গ্রুপ থিয়েটারের স্বর্ণযুগ কোথায় গেল। কোথায় গেল প্রতিবাদ প্রতিরে াধ মুখরিত বাংলা রঙ্গ মঞ্চের সেই উজ্জ্বল ছবি! গরিষ্ঠ দর্শক যা দেখে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন এমন জীবনের সুখ - দুখ সংগ্রাম প্রতিবাদের জীবন্ত চেহারা আজকের নাটকে পাচ্ছি কোথায়? সম্প্রতি থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'ভজবুলি' নাটকটি দেখতে দেখতে মনে পড়ছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা ঃ নাটক করার জন্যই যেন নাটক করা হয় -- বড় জোর শিল্পগুণান্বিত চেহারার প্রযোজনা করাই তার উৎকর্ষের মাপকাঠি, অথবা বিনোদনের সাফল্যই সেখানে কাঙ্খিত সার্থকতা। সাতষট্টির বিতর্কিত অগ্নিগর্ভ আন্দোলন বাংলা সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির ওপর যে প্রত্যাশিত প্রভাব ফেলেছিল তাকে অস্বীকার করি কিভাবে? শুধুমাত্র আবেগ নয় --- নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণের নিরিখে যা ব্যক্তির যন্ত্রণা থেকে সমষ্টির বঞ্চনার ছবি আঁকতে শিখিয়েছে; বাংলা নাটককে বিনোদন থেকে প্রকৃত সংগ্রামের হাতিয়ার হতে প্রেরণা যুগিয়েছে।

একটু গোড়া থেকে বলতে গেলে থিয়েটার ব্যাপারটি আমাদের দেশে এসেছে বিদেশি উপনিবেশিকদের আঁচল ধরে। সময়টা সম্ভবত সতেরশো পঁচানব্বুই -র সাতাশে নভেম্বর! শ বণিক গেরাসিস (কেউ কেউ আবার হেরেশিস্ বলেন) লেবেডফের বেদি থিয়েটারে 'কাল্পনিক সংবদল' নাটকে অভিনয় দিয়েই বাংলা নাটকের রঙ্গালয়ে যাত্রা হল শু। এরপর থিয়েটার চর্চার ব্যাপারটার প্রসার লাভকরে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পর। মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা' কিংবা 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব', মীর মশারফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ', দীনবন্ধু মিত্রর 'সধবার একাদশী' কিংবা নীলদর্পণে সমকালীন ঘটনাবলীর বলিষ্ঠ ছাপ দেখা যায়। গিরিশ ঘোষ শুরুতে ভক্তিরসের বন্যায় গা ভাসালেও পরে সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশেম নাটকের মধ্য দিয়ে সমাজ সচেতনার পরিচয় দেন। শিশির যুগ পর্যন্ত এমনি ধারা প্রভাহিত ছিল।

বলাবাহুল্য, বহির্ভারতে থিয়েটারের চরিত্র বদল শু হয় চলতি শতকের তিরিশের দশক থেকেই। ইতিমধ্যে হ্যারল্ড ক্ল্যারম্য ানদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমেরিকায় গ্রুপ থিয়েটারের আন্দোলন নতুন মোড় নেয় আস্তে আস্তে। জার্মানিতে পিলকাটর ব্রেখ্টদের অবদানও ও গ্রুপ থিয়েটারে নতুন মাত্রা যোগ করে। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের জ্বালা - যন্ত্রণা, ক্ষোভ - বঞ্চনা প্রতিবাদ সবকিছুর প্রতিফলন দেখতে চাইছেন থিয়েটারের মঞ্চে। এককথায় তার চারপাশের আলোড়িত ঘটন াবলীর জ্বলন্ত ছবি। বাংলা থিয়েটারের আঙিনাতে সেই ছবি তুলে ধরলেন বিজন ভট্টাচার্য তাঁর 'নবান্ন' নাটকে। প্রায় দু'দশকের ব্যবধানে উৎপল দত্ত তাঁর 'তীর' নাটকে বাংলা থিয়েটারের বিদ্রোহী চরিত্রকে আরও এ্যাক্টিভিষ্ট হিসাবে উপস্থিত করলেন। সাতষট্টিতে তরাইয়ের আকাশে বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ যে ভারতবর্ষের আবহমানকালের ইতিহাসের এক অভিনব পালাবদলের সংকেত বহন করে এনেছিল ---তারই প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল নাট্যকার - নির্দেশক - অভিনেতা উৎপল দত্তর ওপর। নকশালবাড়ির পটভূমিতে রচিত তাঁর 'তীর' নাটকে উপাদান সংগ্রহের জন্য নকশালবাড়ি ঘোর ারপথে উৎপলবাবু এসেছিলেন উত্তরবঙ্গ ঝিবিদ্যালয়ে। ঝিবিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠের জনসভায় তিনি ঐ সময় যা বলেছিলেন -- তা স্মরণকরতে হয়ত পরবর্তী জীবনে তিনি নারাজ 'একদিকে নকশালবাড়ি আর একদিকে বেশ্যাবাড়ি। মাঝখানে

গভীর নোংরা পাঁকের গাড্ডা। আজ ঠিক করে বেছে নিতে হবে শিল্পী - সাহিত্যিক - বুদ্ধিজীবীদেরকে তাঁরা কোন্ বাড়িতে উঠবেন।' পরবর্তী সময়ে তাঁর নাটকের রাজনীতিকে ভুল আখ্যা দিয়ে বামপন্থী নাট্যকার - নির্দেশক - অভিনেতা দত্ত মশায় কোন্ বাড়িতে অবস্থান করেছেন তা তিনিই একমাত্র ভালো জানতেন। অথচ প্রাক্ সাতাত্তরের শোন্‌রে মালিক, বর্গী এলো দেশে কিংবা দুঃস্বপ্নের নগরীতেও উৎপলবাবুর যে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ছিল -- সাতাত্তরের অপ্রত্যাশিত রাজনৈতিক পট - পরিবর্তনে তা কোথায় যেন হারিয়ে যায়!

'জীবনের গান' কিংবা 'গদ্য - পদ্য - প্রবন্ধে'র জোছন দস্তিদারই বা কোথায় লুকোলেন? সরকারি অনুদান কিংবা কিছু অবৈধ সুবিধের ঘেরাটোপে গণমুখি সমাজসচেতন থিয়েটার মুখ থুবড়ে পড়লো বৈভবপূর্ণ উপস্থাপনার চোরাবালিতে যা দর্শককে স্তম্ভিত করলেও তার চিন্তাভাবনাকে উস্‌কে দেয় না মোটেই। তথাকথিত বামপন্থীদের গত দু'দশকের ওপর শাসনের সার্বিক সার্থকতা বোধহয় এখানেই। যা নাকি দক্ষিণপন্থীরা তাদের তিন দশকের অপশাসনেও পারেনি। তারা মিনার্ভা থিয়েটারে হামলাবাজী করে সাময়িকভাবে 'কল্লোল' নাটকের শো বন্ধ করলেও তার নাট্যকার কিংবা প্রয়োগকারের মস্তি ধোলাই করতে পারেনি। থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'চাকভাঙা মধু' (নাটক মনোজ মিত্র) তো বলতে গেলে শ্রেণিশত্রু খতমেরই নাটক এবং একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এ নাটক অনেককেই বিপ্লবী রাজনীতিতে প্রভাবিত করতে সক্ষম। অথচ সেই থিয়েটার ওয়ার্কশপই এখন 'ভজবুলিতে' মশগুল এবং তৎকালীন ওয়ার্কশপেরকর্ণধার এখন অন্য দল - এর ব্যানারে 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা'-র বাণিজ্যিক সাফল্যে বুঁদ হয়ে 'আত্মগোপন' - এ আছেন। এখন তাঁকে ভাবতে হচ্ছে, 'নাটকটা কি হলে চলবে, কি ধরনের হলে কলশো পাওয়া যাবে ...'। বামফ্রন্ট সরকারের অঢেল অর্থে এবং পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমির ব্যানারে 'বলিদান' কিংবা সমবেত প্রয়াসের কাঁধে ভর দিয়ে 'গাজী সাহেবের কিস্‌সা' করে বিভাস চক্রবর্তী বাংলা নাট্য আন্দোলনকে কোন্ পথে ঠেলে দিয়েছেন বোঝা মুশকিল। একেই কী বলে সংশোধনবাদীদের সাংস্কৃতিক বিপ্লব?

'গিনিপিগ' কিংবা 'রাজরক্তের' নাট্যকার এখন 'নীলাম নীলাম', 'আকরি' কিংবা 'জন্মদিন' - এ আবদ্ধ। অথচ উল্লেখিত নাটক দুটি রূপকের আড়ালে উত্তর সত্তরের 'স্বৈরাচারী বর্বরতার বিদ্ধে বিপ্লবী প্রতিজ্ঞার কাব্যময় অপরূপ মঞ্চ প্রতিমা নির্মাণ করেছিল।' মারীচ সংবাদ - এর অণ মুখোপাধ্যায় জ্যেষ্ঠভ্রাতা, কবীর, দুখীমুখী যোদ্ধা কিংবা গন্তব্য নিয়ে বামফ্রন্টের খড়ির গন্ডির মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছেন। বলাবাহুল্য, যাঞ্জিক - এর ব্যানারে 'কলকাতার হ্যামলেট' নাটকে অসিত বসু যে প্রতিবাদী প্রত্যাশা জাগিয়েছিলেন -- যাত্রা জগতে তাঁর অপ্রত্যাশিত পলায়নে নাট্যামোদীরা হতাশ। তবে দীর্ঘদিন বাদে হঠাৎই উল্কার মত তিনি 'চরণদাস এলেমে ও নওটংকীকাল' নাটক নিয়ে আবির্ভূত হয়েও পুনরায় কেন উধাও হলেন কে জানে! অথচ আজও মানুষ কলকাতার হ্যামলেট - এর মতো নাটকের জন্য কান পেতে আছে।

গ্রুপ থিয়েটারের এই অস্তিত্বের অন্ধকারের মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে দেখা যায় কিছু প্রতিবাদের স্বাক্ষর। হঠাৎই চলমান সময়ের রূঢ় বাস্তব ছবিটা উঠে আসে মঞ্চে। এর নিদর্শন শতক, ঋতম, সংবিৎ, পথসেনা, শতাব্দী, অশনি নাট্যম, এরিনা থিয়েটার গ্রুপ কিংবা থিয়েটার নবরূপার প্রযোজনাগুলো। সমস্ত রকম প্রলোভন ও প্রতিকূলতাকে দু'হাতে ঠেলে এঁরা আজও জ্বলছে দিশারী বাতিঘর হয়ে। গড্ডালিকা প্রবাহ থেকে সরে এসে সমাজমনস্ক মানুষের সহযোগিতায় এঁরা গড়ে তুলছেন একটি প্রান্তিক থিয়েটার। প্রকৃত অর্থেই একটি অন্যধারার থিয়েটার -- যাদের প্রযোজনায় সময়ের বুক ভেঙে উঠে আসছে জীবন -- যে জীবনের আবহ বিপর্যস্ত, তবু সম্ভাবনা সীমাহীন।

দিগন্তবলয় অক্টোবর - ডিসেম্বর ১৯৯৯